তৃতীয় মাত্রা

পরবঃ ৬৫১৩

উপস্থাপনাঃ জিল্লুর রহমান

আলচোকঃ

তারিখঃ ০১-০৬-২০২১

ট্যাগ লাইনঃ প্রিয় দর্শক আর মাত্র ১ দিন পরে জাতিয় সংসদে আগামি অর্থ বছর অর্থাৎ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতিয় বাজেট উত্থাপিত হবে এবং সপ্তা তিনেক আর মতো জাতিয় সংসদে আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই বাজেট সংযোজন বিবেচনসহ অনুমতিত হবে।

জিল্লুর রহমানঃ বাংলাদেশে বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন, আপনাদের সকলকে সাদরে আমন্ত্রন আপনাদেরকে তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্যে। প্রিয় দর্শক আর মাত্র ১ দিন পরেই জাতীয় সংসদে আগামি অর্থ বছর অর্থাৎ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে জাতিয় বাজেট উত্থাপিত হবে এবং সপ্তা তিনেক আর মতো জাতিয় সংসদে আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই বাজেট সংযোজন বিবেচনসহ অনুমতিত হবে। প্রাচ্যিত্তিক কেমন হওয়া উচিত? একটা ভিন্ন ধরনের আবহ একটা ভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপট বিশেষ করে গত বাজেট এবং এই বাজেট হচ্ছে, সেটি হচ্ছে কোভিড প্যান্ডমিকের কারণে। এই মহামারির কারণে সবকিছুই বদলে গেছে। বদলে গেছে বাজেটেরও খানিকটা চরিত্র্য, যদিও সেটি নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন আছে, আসলে কি জেরকম বদলানোর কথা ছিল সেরকম বদলেছে কিনা? কেমন বাজেট চাই? সে বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্যে আজকে আমাদের সাথে দুজন অথিতি রয়েছেন- একজন ব্যাবসায়ী নেতা একজন অর্থনীতিবিদ। আমার বায়ে বসা আছেন বাংলাদেশের সবচেয়ে শক্তিমান ট্রেডবডি, বাংলাদেশ গ্রার্মেন্টস মেনুফেচারস অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসুয়েসন বি জি এম ই আর সভাপতি ফারুখ হাসান এবং আমার ডানে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন প্রজ্ঞের অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মামুন তিতুমির। স্বাগতম আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায়। সুতরাং ফারুখ হাসান আপনি প্রথম আসছেন তৃতীয় মাত্রায়, আপনাকে বিশেষভাবে সাগত। এবং একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে, দেশের যে অর্থনীতির চিত্র এখন এই কোবিট এর কারণে সেই প্রেক্ষাপটে আসলে সামনে যে বাজেট আভাস ইঙ্গিত যা পাচ্ছেন তাতে করে কি মনে হচ্ছে? কেমন বাজেট হতে যাচ্ছে আসলে কেমন হওয়া উচিত?

ফারুখ হাসানঃ প্রথমে দেখতে হবে যে আসলে এই কোভিড এর এই মুহূর্তে অতিমারির কারণে কিন্তু সারা দুনিয়ার অবস্থা ভালো না। এবং এই সাথে সাথে আমাদের পোশাক শিল্পের একই অবস্থা। এবং আমি মনে করি যে আমরা বাংলাদেশের ইকোনোমিতে কিন্তু অন্যান্য দেশের

তুলনায় আমি বলবো যে অনেক ভালো করেছি আমরা। এবং সেই ভাবে আমাদের সরকারের কিছু পলিছি এবং আমরা মিলে আমরা কতগুলো কাজ করার কারণে কিন্তু আমরা মনে করি যে আমরা অনেক ভালো করেছি। কিন্তু এখন যেটা সমস্যা এসে দারিয়েছে আপনারা দেখবেন যে গত দের বছরে কোভিড এর কারণে কোনো ইনভেস্টমেন্ট হয়নি। এবং ইনভেস্টমেন্ট না হওয়ার কারণে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট হয়নি। আর একটা বড় জিনিস যেটা হলো এটার জন্যে কিন্তু ব্যাংকগুলাতে কিন্তু একটা লিকুরিটি একটা অনেক পড়ে আছে। এবং সেটা ইনভেস্টমেন্ট করারও একটা সময় আছে। আমি মনে করি যে বাজেটে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য ইন্ট্রিপুনারদেরকে সুযোগ করে দেওয়া দরকার। এবং বাজেটে যদি ট্যাক্সে যে এলাকাগুলো আছে সেগুলোতে যদি ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ দেওয়া হয়। আলটিমেটলি কিন্তু সেই ইনভেস্টমেন্ট গুলো থেকে রেভিনিউ আসবে। সেজন্য ইনিসিয়ালি আমি বলবো যে কোনো ব্যাবসা শুরু করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য আমি বলবো যে ট্যাক্সটাকে কম রেখে সুযোগ করে দিতে এবং সেই সুযোগ অনুযায়ী।

জিল্লুর রহমানঃ সেই সুযোগটা বলছেন কাদের জন্য কম? আপনাদের জন্যে?

ফারুখ হাসানঃ আমি বলবো যে সব ইন্ডাস্ট্রি শুধু তৈরি পোশাক না। সব ধরনের ইন্ডাস্ট্রিকে বিশেষ করে এক্সপোর্টলেন্থ। মানে আমরা যদি এক্সপোর্ট ইন্ডাস্ট্রিকে যদি সুযোগ করে দেই, তাহলে যেটা হয় যে সেলসটা আমরা করি যে রেভিনিউটা আসে সেটা কিন্তু বাইরে থেকে একটা ফরেন কারেন্সি আসে। এই ফরেন কারেন্সিটাই কিন্তু বাংলাদেশে এসে কনভার্ট হয়ে টাকায় বাংলাদেশের ইকোনোমিতে এটা ইন করে যায়। এবং বাংলাদেশের ইকোনোমিতে ইন করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা সার্কুলার হতে থাকে। এই যে সার্কুলেশন টা যখন হোল ইকোনোমিতে হয়, তখনই কিন্তু মানুষের পারশিজিং পাওয়ার বাড়ে। এবং মানুষ একটা প্রোডাক্ট থেকে আর একটা প্রোডাক্ট কেনে এইটা কিন্তু সার্কুলার হতে থাকে। এবং সেখান থেকে কিন্তু সরকার আলটিমেটলি ট্যাক্সটা পেয়ে যায়। সুতরাং আমি মনে করি যে যে সেই সুযোগ টা করে দিতে। এবং বাজেটে ডাইরেক্ট ট্যাক্স এই মুহূর্তে চিন্তা না করে। ইমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য এবং ইকোনোমিতে আরও যেন কন্ট্রিবিউট করা যায় সেই ভাবে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি মনে করি।

জিল্লুর রহমানঃ জি আসবো আবার আপনার কাছে, ড. রাশেদ আল মামুন তিতুমির।

ড. রাশেদ আল মামুন তিতুমিরঃ জি অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা একজন উদ্যোক্তার কাছ থেকে কথা শুনলাম। এবং উদ্যোক্তার পরিষ্কার বিষয় হচ্ছে যে বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মসংস্থান করতে হবে। এবং কর্মসংস্থান করার জন্যে আসলে রাজসস্যকাঠামোয় কি ধরনের পরিবর্তন করা দরকার? সে বিষয়ে তিনি করের কথা উল্লেখ করেছেন। তা আমরা একটু পরিস্থিতিটা দেখি, যে কোথায় কি অবস্থা? আমরা সবাই জানি যে বিশ্বের সব যায়গায় সব অর্থনীতি আপনার জর্জরিত হয়েছে। বিশেষ করে এটা বৈষম্যমূলক এটা আবিজ্ঞ্যাত পরেছে। অর্থাৎ সবার উপরে সম পরিমাণে অবিজ্ঞ্যাত হয়নি। তারমানে আইতা একটা আপনার গরীবের

জন্যে বড় রকমের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটা চমৎকার বৈপরীত্য যে তাদের কোভিড আক্রন্ত হয়নি। কিন্তু কোভিডের ফলাফলে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে রোগ হিসেবে আসলে আবির্ভূত হয়েছে এটা। তা আমরা জানি যে সরকার বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দুটো বড় রকমের ইন্সটুমেন্ট আছে যার মাধ্যমে সরকার কাজ করতে পারে। একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্ষমতা, অর্থাৎ কিভাবে তারুল্য প্রবাহ নিশ্চিত করা? এবং যার কাছে তারুল্য গেলে সেখানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা টাকা পেতে পারেন এবং কর্মসংস্থান ধরে রাখতে পারেন এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারেন এটা একটা রাস্তা। আর একটা রাস্তা হচ্ছে যে, কর কাঠামোর মাধ্যমে কিভাবে যাদের পিছিয়ে পড়া মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে আছে তাদেরকে বাচিয়ে রাখা। তারপরে তাদেরকে জীবিকার উৎস তৈরি করা। তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি, তাহলে প্রথমে দরকার হচ্ছে যে সারা বিশ্বে আমাদের একটা কন্সেনসাস হয়েছে। অর্থাৎ কি, যে মানুষের হাতে এবং উদ্যোগতার হাতে টাকা পৌঁছাতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সারা পৃথিবীতে এই যে ঐক্যমত্য তৈরি হয়েছে সেই ঐক্যমত্যের প্রতিফলনকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেখতে পেরেছি কিনা। এখন আপনি যদি খেয়াল করেন আমরা দুটো দিকে খেয়াল করলে পরিস্থিতিটা বোঝা যাবে। একটা পরিস্থিতি হচ্ছে যে ব্যাংক ব্যবস্থায় তাল্য কিরকম আছে? উনি শুরিতেই বলেছেন (ফারুখ হাসান) যে ব্যাংক মানে সামনে যারা, যারা সরাসরি অর্থ দেন, অর্থাৎ হচ্ছে যে শিডিউল ব্যাংক বা ননব্যাঙ্কিং ফিনানশিয়াল ইন্সটিউশন। তারা অনেক তারুল্য নিয়ে বসে আছেন এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে টাকা দেয়ার ক্ষমতা অর্থাৎ ব্যাংকের ক্ষেত্রে অথবা সরাসরি উদ্যোগতাকে টাকা দেয়ার সেটাও অনেক বেশি। এবং সেটা যদি আমরা দেখি অতিরিক্ত তারুল্য বিরাট পরিমাণে ব্যাংকগুলোর অবস্থা। বিশেষ করে ডিসেম্বরের পরের থেকে তো প্রচুর পরিমাণে টাকা। যদিও একচতুর্থাংশ ব্যাংক তাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা রয়েছে। আমাদের রিন খেলাপি অনন্য সমস্যা।

জিল্লুর রহমানঃ সেটি একটি এবং টাকাটা ব্যায় হচ্ছে ফারুখ হাসান বলছিলেন যে বিনিয়োগ নিয়ে।

ড. রাশেদ আল মামুন তিতুমিরঃ এইটা যেমন সঠিক কিন্তু গল্পটা একটু খোলাসা করা দরকার। বিনিয়োগ কিন্তু উনি (ফারুখ হাসান) যেমন করেন আবার আমি আপনি থেকে ছোট অনআনুষ্ঠানিক খাতের ছোট অনেক বিনিয়োগ কর্তা আছে। অর্থাৎ যারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাঝারী কুঠিশিল্পে আছেন তাদের যদি খেয়াল করেন, আমাদের তো ২৩টা প্রণোদনা প্যাকেজ দেওয়া হয়েছিলো বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র ৬০ শতাংশ। তার মধ্যে উনি (ফারুখ হাসান) চমৎকার একটা বিশ্লেষণ যোগ করেছেন যে শক্তিশালি এই অ্যাসসুয়েসনের নেতা। তো শক্তিশালি গ্রাপ পেয়েছেন কিন্তু আমরা যদি খেয়াল করি যা প্রথম প্যাকেজে ছিলো অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা পুরোটা পায়নি। পরবর্তীতে আবার ১০ হাজার কোটি টাকার আর একটা তহবিল করা হয়েছে। কিন্তু সেটার এখন পর্যন্ত নিতিমালায় তৈরি হয়নি। তাহলে আরও যদি আপনি চিন্তা করেন অন্যন অর্থাৎ হচ্ছে যে অধিকাংশ আমাদের যারা তারা কিন্তু উদ্যোক্তারা এখনো অর্থ পাননি। কিন্তু

অন্যদিকে ব্যাংক ব্যবস্থায় তারুল্য আছে। তার মানে অর্থের কোনো সমস্যা না। বাংলাদেশ ব্যাংক মার্স মাসে একটা তারা বড় রকমের সমীক্ষা করেছে। যে আমরা কতদূর পর্যন্ত বাজেট ঘাটতি জেতে পারি। এবং আমাদের বৈদেশিক ঋণ এবং আমাদের দেশীয় ঋণের মাত্রা কি রকম? তাতেও তারা বলছেন যে আমাদের বড় রকমের কোনো সমস্যা তারা দেখছেন না। তার মানে অর্থের উৎস আছে কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম ১ বছরের অভিজ্ঞতায় সেটি হচ্ছে যার কাছে অর্থ যাওয়া দরকার তার কাছে যায়নি। তাহলে আমার প্রথম চাওয়া থাকবে অর্থমন্ত্রী বাজেট বিক্তৃতায় বলবেন, কেন যায়নি এবং কিভাবে তিনি নিশ্চিত করবেন এই টাকাটা তার কাছে যাবে? এইটা হচ্ছে এক। দ্বিতীয় হচ্ছে যে রাজস্যখাত থেকে। এখন রাজস্যখাত থেকে সহায়তা কি? একটা সহায়তা হচ্ছে যে নগদ সহায়তা দেয়া যায় রাজস্যখাত থেকে। প্রধানমন্ত্রী বললেন যে সবাইকে দুই হাজার আড়ায় হাজার টাকা করে দেবেন। কিন্তু যখন তালিকা করতে গেলো তখন দেখা গেলো যে ৩৫ লাখের বেশি তালিকা করা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা তো পুরনো তালিকা। আমরা সবাই জানি যারা নতুন দরিদ্র হয়েছেন তারা অধিকাংশই শহরে অবস্থান করেন। কারন গ্রাম এলাকায় যেহেতু অভিবাসী আয় বেড়েছে, গ্রাম এলাকায় কিন্তু টাকাটা অভিবাসী আয় যাওয়ার ফলে তারা ওই রকম হয়নি এবং শস্য কিছুটা উৎপাদিত হয়েছে। ব্রোধান কম হয়েছে কিন্তু তার ফলে গ্রামীণ এলাকায় কিন্তু ওটার প্রভাব পড়েনি যে প্রভাবটা শহর এলাকায় পরেছে। কিন্তু তালিকা তো নাই। পরবর্তীতেও দুই হাজার টাকা দেওয়ায় কথা হয়েছে কিন্তু টাকাটা দেওয়া যাচ্ছে না কারণ তালিকা নেই। তার মানে বড় রকমের প্রাতিষ্ঠানিক একটা দুর্বলতা আছে। যদিও পরিসংখ্যানগুলো ২০১৭ সাল থেকে তালিকা তৈরি করার চেষ্টা করছে আর জন্য বাজেট বেড়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের তালিকা তৈরি হয়নি। আর অন্যদিকে যদি আপনি খেয়াল করেন আরও যেগুলো অর্থাৎ দুটো কায়দা। একটা হচ্ছে যে আপনার রাজসস্য ব্যায় বা হচ্ছে অপারেটিং এক্সপেনিচার। আর একটা হচ্ছে যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। দুটোই বাংলাদেশের সর্বকালের সবচেয়ে কম ব্যায় হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী ব্যায়ের মাধমেও তো আপনার মোট সংকোচনকে যে কমানো যায় সেটাও হয়নি। আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে গত ১০ মাসের যে হিসেব বলছে তাতে ৪০ শতাংশ মতো সরকার যা বাজেটে বলেছিলো টা ব্যায় হয়েছে। আর মধ্যে হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ক্ষেত্রে ব্যায়টা ৩০ এর কোঠায় রয়েছে। আবার অন্যদিকে চিন্তা করেন যেটা রাজসস্য ব্যায়ের ক্ষেত্রে ৫৪-৫৫ শতাংশ আছে। অর্থাৎ হচ্ছে যে আর আমাদের আছে মাত্র ২মাস। কিন্তু যেহেতু লকডাউন চলছে, অন্যান্য সময় দেখা যায় যে শেষ প্রান্তে গিয়ে সবচেদ্যে বেশি ব্যায় হয়। কিন্তু এবার শেষ প্রান্তে গিয়ে ব্যায় হবে না তার মানে হচ্ছে কি সরকারের যে নিতিকাঠামোগুলো ছিলো সেটাও কিন্তু আপনার ব্যবহৃত হয়নি। তাহলে কেন ব্যবহৃত হয়নি কেন টাকা গেলো না এবং কি পদ্ধতিতে টাকা যাবে? সেটা কিন্তু দেখার বিষয়। সারা পৃথিবীতে সংকোচন থেকে উঠেছে সেটা আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেন, ইউরোপ বলেন ৯ শতাংশ পর্যন্ত বাজেট ঘাটতি হয়েছে। এবং সেখান থেকে তারা পরিস্কার বলছে আমরা জানি যে ইকোনোমিস্টের মতো একটা ফিসক্যাল কঞ্জারবেটিভ। অর্থাৎ হচ্ছে যে রাজসস্যখাতের সংরক্ষনবাদি এবং উদাননৈতিক পত্রিকা। তারা বলছে, তাদের একটা বিশেষ প্রতিবেদন তৈরি করেছে “Future of Work”. সেখানে তিনটা কথা বলছে পরিষ্কার।

যেটা তাদের কাছ থেকে অনেকেই অবাক হবেন, প্রথম বলছে যে একটা দেশের অগ্রগতি বুজবো কিভাবে? সেটা হচ্ছে যে মিডিয়াম ওয়েস অর্থাৎ হচ্ছে মধ্য পর্যায়। তার মানে অধিকাংশ মানুষের মজুরীটা কিরকম অবস্থা দিয়ে তিনি কি ক্রয় করতে পারেন? অর্থাৎ ক্রয় ক্ষমতা এবং তারপরে বলছেন তারা যে প্রাইমেসি অব ক্যাপিটাল অর্থাৎ পুঁজির যে প্রাধান্য তা শ্রমিকের প্রাধান্য দিয়েই আসছে। এবং তারপরে আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখি তারা যে বড় রকমের প্রনদনা প্যাকেজ করেছে সেখানে পরিস্কার বলছে যে ইউনিয়ন ভুক্তি হতে হবে এবং শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তার মানে হচ্ছে যে কর্ম নিয়োজন হচ্ছে সবচেয়ে অর্থনীতির প্রগতির মাপকাঠি হিসেবে আসছে এই প্যান্ডমিক। কিন্তু আমরা লক্ষ করছি নতুন দারিদ্র যেটা গত ৩০ বছরে দারিদ্র কম ছিলো, হ্যা সাম্প্রতিককালে কমার হার কমে গেছিলো বা বেকারত্ব বারছিলো। কিন্তু বেকারত্বের এই বারের অবস্থা তাহলে দ্বিতীয় ওনাকে বলতে হবে, একটা বয়ান দিতে হবে যে, এই যে নতুন দারিদ্র হলো তাহলে এই যে দারিদ্র থেকে কিভাবে মিক্ত করবেন? আর তৃতীয় হচ্ছে যে আমরা খেয়াল করেছি আর ব্যাবসায়ী নেতারা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। প্রথম দিকে হয়তো বলেননি পরেরদিকে বলেছেন, যে অনুমতির ভিত্তিতে বাজেটটা করা হচ্ছে এই অনুমতি মনে হয় এক ধরনের দৌড়ের মতো। কারণ হচ্ছে যে আমরা কাজ করছি কাদের সাথে? একটা অজানা বিষয় নিয়ে। আমরা জানি না এর প্রকপ কি হবে? এর মাত্রা কি হবে? কতবার আসবে? কিন্তু আমাদের ধরে নেয়া হলো যে এটা আমাদের গতানুগতিক বিজনেস অ্যাজইউজল করলেই হবে। আমাদের প্রবিদ্ধি টিকে থাকবে। এবং সেটা যখন দ্বিতীয় প্রকপ আসলো অর্থার প্রথম প্রকপে তো মানুষ হচ্ছে যে যা সঞ্চয় ছিলো সেটা ভেঙ্গে খেলো। অথবা আত্মীয় সজনের কাছ থেকে অর্থ নিলো। অথবা তাদের চাকরি গেলো বেকার হলো। দ্বিতীয় প্রকপে এসে সেই ধাক্কাটা আরও বেশি দিলো। এর মধ্যে কিন্তু যেটা করা যেতো এবং সবাই কিন্তু আমরা একমত যে এটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর প্রাতিষ্ঠানিকরণ। যাতে যেকোনো রকমের ধাক্কা আসলে সেই ধাক্কাটা মোকাবেলা করতে পারে এবং নতুন দারিদ্র যাতে তৈরি না হতে পারে। কিন্তু আমরা সেই উদ্যোগও দেখিনি। তার মানে মোটা দাগে বলা যায় যে বাজেটে সবাই আমরা আগ্রহ করে আছি সেটি হচ্ছে যে কেনো অর্থটা গেলো না এবং কি করলে সেই অর্থকতা যাবে অর্থাৎ আমরা একটা পথোনকশা দেখতে চাই। সাধারণত আমরা আয় ব্যায়ের হিসেবটা দেখতে চাই না। আর একটা কথা বলি আমি শেষ করবো যেহেতু উনি (ফারুখ হাসান) সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা পরিসংখ্যানগত একটা কোর সহ সম্পর্ক দেখলাম। সেটা হচ্ছে যে ইউরোপে বা আমেরিকায় যখনই ধাক্কাটা লাগে আমাদের অরডাকটা কমে যায়। তার মানে হচ্ছে যে আমরা এক শিল্পের উপর নির্ভর হয়ে পড়ছি। তাহলে আমরা কিভাবে বহুমুখীকরণ করবো? তারপরে দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা তো সামনের দিকে যেতে চায় এবং সবাই আমরা সামনের দিকে যায়। তাহলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কি করবো? তারপরে উৎপাদনশিলতা বাড়াবো। তো উনি (ফারুখ হাসান) যে কথাটা বললেন সেই কথাটার সুত্র ধরে আমরা বলতে পারি করের যে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে একটা ভাবে ঠিক যে যিনি সৎ করদাতা তার উপরে কর বাড়ানো হচ্ছে সেটা কখনই ঠিক না। যিনি সৎ করদাতা না তার উপরে কিন্তু করের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সেটা আমরা একমত। কিন্তু সেটা করা দরকার

এবং যেখানে সৃজনশীলতা দেখানো দরকার এবং সেখানে অ্যাসসুয়েসন গুলো আগে এগিয়ে আসা দরকার সেটা হচ্ছে করের যে পারভাসিব বেপার অর্থাৎ হচ্ছে যে যিনি কর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য না তিনি কর সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন। যিনি কর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য তিনি পাচ্ছেন না। যেমন আমি চারটা উদহরণ দিয়ে ওনার কাছে ছেরে দিবো। যেমন হচ্ছে-

· কেউ যদি সবুজ বিনিয়োগ করে তাহলে তাকে আপনি কি কর সুবিধা দিবেন? কারণ তিনি একটা নতুন কাজ করছে।

· দ্বিতীয় হচ্ছে যিনি প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াচ্ছেন তাহলে তাকে আমি কি কর সুবিধাতে রাখব?

· তৃতীয় হচ্ছে যিনি আপনার আর বহুমুখী করণ করছেন অর্থাৎ আপনার ব্যাকওয়ার্ড শুধু না অর্থাৎ উলম্ব আর আলোভূমিক দুই পর্যায় যিনি বাড়াচ্ছেন অর্থাৎ সবাই কিন্তু এক কথা বলছে যে কোভিড-এঁর প্রকপ বাড়তো না যদি না আমাদের আনুষ্ঠানিকখাতে সংকোচন এরকম না হতো। কারণ আনুষ্ঠানিকখাতে তো অধিকাংশ মানুষ কাজ করে না। তাহলে শিল্পের ক্ষেত্রে কিভাবে কর সুবিধা দিয়ে তার তিনটা কাজ করবে?

অর্থাৎ প্রথম হচ্ছে যে সে কিভাবে বহুমুখীকরণ করবে? উৎপাদনশীলতা কিভাবে বাড়াতে পারবে? তিন হচ্ছে যে প্রযুক্তি এনে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে এবং সর্বপরী আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে যে আমাদের আসলে মানুষ এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সেই জন্যে সবুজের দিকে যেতে হবে। তাহলে এই চারটা নিয়ে উনি কি করছেন? আমরা দেখতে চায়।

ফারুখ হাসানঃ জি আমি প্রথমেই যেটা বলবো, প্রদনার ব্যাপারটা আমি একটু পরিষ্কার করি। আমাদের পোশাক শিল্পের ব্যাবসাটা নিয়ে, আমরা যখন একটা অর্ডার নি এই অর্ডারটা এক্সিকিউট করে আমাদের পেমেন্ট পেতে আমাদের ৪-৬ মাস সময় লাগে। আর কিছু কিছু পায়মেন্ট আমাদের অর্ডার নিতে হয়। ১৮০ দিনের মধ্যে। ১৯০ দিনের মধ্যে। ১২০ দিনেয় মধ্যে। তারমানে আমাদের প্রণোদনের কথাটা যে আসলো, এই যে যখন গত বছর মার্চে ফ্যাক্টরি গুলো বন্ধ করা হলো অনেক ফ্যাক্টরি ৪০ দিন থেকে ৮০ দিন পর্যন্ত এই লকডাউনের কারণে বন্ধ ছিলো। এটার কারণে অনেক বায়ার প্রায় ৩.৬ বিলিয়ন ডলারের অর্ডার বাতিল করে দিলো। এই বাতিল করে দেওয়া এবং অনেক পেমেন্টগুলো কিছু বাতিল হয়ে গেলো। আমাদের এখান থেকে শিপমেন্ট আর গেলো না। আর কিছু আমরা প্রোডাকশনও করতে পারলাম না শিপমেন্ট যেগুলো প্রস্তুত ছিলো সেগুলোর কারণে। আর একদিকে হলো যে যেগুলোর পেমেন্ট আমাদের বাকি ছিলো সেই পেমেন্ট গুলকেও কেউ স্তগিত করলো কেও ডেফার্ট পেমেন্ট এ নিয়ে গেলো। এটার কারণে আমাদের ইমিডিয়েটলি ক্যাশ ফ্লোতে সমস্যা হলো। আমি ধন্যবাদ জানায় আমাদের সরকার, প্রধানমন্ত্রির। উনি (প্রধানমন্ত্রী) যে প্রণোদনাটা দিয়েছেন এটা কিন্তু আমাদের যারা

কর্মীরা আছেন, ফ্যাক্টরিতে যারা শ্রমিক পর্যায়ে আছেন, এমনকি সুপাভাইজার না ম্যানেজার না, তাদের বেতন সরাসরি তাদের একাউন্টে দেওয়া হয়েছে। তাদের সে বিকাশ হোক, নগদ হোক, ব্যাংক একাউন্ট হোক এটা কিন্তু কোনো কোম্পানিকে দেওয়া হয়নি। এটার প্রণোদনাটা বলা হচ্ছে এই কারণে, যে বাংলাদেশে যে ইন্টারেস্ট তার থেকে কম রেটে দেয়া হয়েছে। যে ইন্টারেস্টে আমরা নিয়েছি আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলো রেগুলার ব্যাবসা করে। আর আমরা এই ক্ষেত্রে কম সুদে টাকাটা পেয়েছি তাও শ্রমিকদের সরাসরি একাউন্টে। এবং কারা পেয়েছে যেসব ফ্যাক্টরির অর্ডার রয়েছে যারা এক্সপোর্টে ইনভল্ব রয়েছে। সব ফ্যাক্টরি কিন্তু পায়নি। ঘটনাটা কিন্তু এই যে।

জিল্লুর রহমানঃ এটা সিদ্ধান্ত নিল কে? বি জেম ই এ?

ফারুখ হাসানঃ এটা সরকারের সিদ্ধান্ত।

জিল্লুর রহমানঃ না আমি চাচ্ছি যে কারা পাবে কারা পাবে না।

ফারুখ হাসানঃ এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। সরকার করে দিয়েছে সে প্রোটকল দিয়ে দিয়েছে। যেসব ফ্যাক্টরি গত একবছরে এক্সপোর্ট ছিলো যারা রানিং আছে, গত ছয় মাস ধরে যেসব শ্রমিকরা বেতন পেয়েছে তারা। ওইগুলা রেকর্ডে সব দেখা হয়েছে। সুতরাং আমি সেটাকে বলবো না যে এছাড়াও কোনো নিয়ম ঠিকই আছে। এটাতে সব ফ্যাক্টরি কভার হয়নাই। এবং সবাই বেতনের মধ্যে কাভার হয়নাই। শুধু শ্রমিকরা ডাইরেক্ট পেয়েছে। সেজন্য প্রণোদনাটার মধ্যে অনেকের একটা ধারণা আছে যে আমাদের এটাকে গ্র্যান্ড দিয়েছে এটাকে ইন্সেন্ট দেওয়া হয়েছে। ইনসেন্টিভটা এটায় প্রণোদনা বলা হয়েছে যে নরমাল যে ব্যাংক ইন্টারেস্টটা আছে তার থেকে কম রেটে একটু দেওয়ার জন্যে। এবং আবারও আমি রিপিট করছি যে এই ইন্টারেস্টটা কিন্তু অন্যান্য আমাদের যে কম্পিটিটর দেশ আছে তারা সারা বছর ব্যাবসাই করে ইন্টারেস্টে। আমি আর একটা যেটা বললাম যে আমরা কিন্তু যে জিনিসটা করেছি গত একবছরের উপরে ধরেন, আমরা অর্ডার করে রাখার জন্য। কারণ এটা আমদের মেনে নিতে হবে কারণ এটা আমরা সবাই জানি, যে সারা পৃথিবীতে এই কোভিডের কারণে ব্যাবসা করে গেছে। তার মানে কঞ্জামসন কমে গেছে, ডিমান্ড কমে গেছে। তারমানে কিন্তু মার্কেটটা সুইং করে গেছে অনেক। এই মার্কেটটি ধরে রাখার জন্য আমাদেরকে কিন্তু কম প্রাইসে অর্ডার দিতে হয়েছে। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় ব্রেক ইভেন্টটেও আমরা আসতে পারি নাই। তার নিয়ে রয়েছে। এটার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো আমরা যেন বায়ারটাকে ধরে রাখি। আমরা ফ্যাক্টরিটাকে চালু রাখি। কারণ আমাদের ফ্যাক্টরি গুলো পোশাক শিল্পের ফ্যাক্টরি চলে হলো লাইন সিস্টেমে। আমরা কোনোভাবেই চায় না যে শ্রমিকরা কাজ থেকে চলে গেলে সেই শ্রমিককেই কিন্তু লাইনটা সেট করতে কিন্তু একটা সময় লাগে এবং বায়ারেরও কনফিডেন্স আসতে সময় লাগে। সেই কারণে আমরা শ্রমিকদেক ধরে রাখার জন্য কষ্ট প্রাইসে আমরা অর্ডার গুলো করেছি। এটা করতে যেয়ে হয়েছে গত ১ বছরে আমাদের কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরি গুলো কিন্তু ক্যাশ ক্লোতে যেয়ে সমস্যা

হয়েছে। এই কারণে আবার যে আমরা প্রণোদনার কথাটা বলেছি বেতনটাকে চালু রাখার জন্য। এই কারণে আর একটা যে জিনিস দেখতে হচ্ছে যে আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোকে অর্ডার ধরে রাখার জন্য প্রাইসগুলো আমন হয়েছে যে পোর্টের শিপিং কষ্ট গুলো অনেক বেড়ে গেছে। সেটা হলো যে ইনব্যালেন্স এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের ইনব্যালেন্স হওয়ার কারণে কোনো দেখে এক্সপোর্ট বেশি গেছে ইমপোর্ট বেশি গেছে। খালি কন্টিনার আনা বাবদ। আর পড়ে আবার উএসএ এবং ইউরোপিয়ন দেশ অনেক গুলো শিপিং লাইনকে জরিমানা করেছে। যার ফলে তারা ফেড কষ্ট বারিয়ে দিয়েছে কন্টিনারের কষ্ট বারিয়ে দিয়েছে। এর সাথে সাথে আমাদের আর একটা বড় সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে যে সারা পৃথিবীতে গত জানের প্রাইস এমন বেড়ে গেছে যে আমাদের কস্টটা আউট অব কন্ট্রোলে চলে গেছে। সবগুলোকে চিন্তা করে কিন্তু আমরা ধরে রেখেছি এবং আমরা মনে করি যে আমরা এইযে কর্মীদেরকে ধরে রাখার জন্য। নাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে আরও দরিদ্র হার বেড়ে যেতো। সরকার কিন্তু তাদেরকে আবার রান্ট হিসাবে আড়ায় হাজার টাকা, তিন হাজার টাকা বা পাঁচ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। আমরা কিন্তু এই লোকগুলোকে ধরে রেখেছি। অর্থাৎ আমি মনে করি যে যেভাবে আমরা কাজ করেছি এটা একদিকে রাশেদ সাহেব যেটা বলছিলেম যে আমাদের কিন্তু ঋণ ইন্ডাস্ট্রি। সেই ঋণ ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য কিন্তু আমরা প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট করেছি। ইনভেস্টমেন্ট করার কারণে আমরা এই মুহূর্তে... আরো দুটো উদাহরণ দেই- এই মুহূর্তে আমাদের পৃথিবীতে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ গ্রীন ফ্যাক্টরি আছে যেটা বাংলাদেশে। ১০০/৪৩ এবং তার মধ্যে ৪০টায় প্লাটিনিয়াম। সারা পৃথিবীতে এমনকি চায়নাতেও ১১টি ফ্যাক্টর রয়েছে। এবং টপ ১০০ মধ্যে ৩৯টি বাংলাদেশে রয়েছে। আরও যদি বলে টপ ১০ এর মধ্যে ৮টিই বাংলাদেশে রয়েছে। এগুলো কিন্তু সব এন আই টি দক্ষ, পরিবেশ বন্ধক এবং এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক শক্তি খরচ কমাচ্ছি। এর সাথে সাথে আমি আরেকটা রিপোর্ট দিবো শিওয়া নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি আছে যে গত এই কোভিড-এর সময় এবং এই ২০২১ এর প্রথমদিকে এই রিপোর্টটা তৈরী করা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে তাদের অডিট করে ফ্যাক্টরি অডিট করে, ব্যবসা অডিট করে আমাদের স্কোর হয়েছে ৭.৮ এটা কিন্তু দ্বিতীয়। তাইওয়ানের পরে এটা দ্বিতীয় আমরা স্কোর করেছি। এমনকি থাইল্যান্ড, চায়না সবাই আমাদের পরে। তারমানে আমরা কিন্তু দিস ইস এ ইন্টারন্যাশনাল রিঅর্গানাইজেশন। বিজিএম এরও না, আমাদের সরকারেরও না, এটা ইন্টার্নেশনাল রিঅর্গানাইজেশন এবং তারা এখানে দেখে যেটা বলছে সবকিছু কাভার আছে। এখানে ওয়ার্কপ্লেস এ কি হয়েছে? বেতন কিভাবে দেওয়া হয়েছে? করোনা কিভাবে হ্যান্ডেল করেছে? আপনারা একটা জিনিস দেখবেন যে আমরা কিন্তু নিউ ঋণ এইযে করোনার সময়ে আমরা ফ্যাক্টরি খোলা রেখেছি, প্রথমবার তো ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিলো। পরে আমরা যে ফ্যাক্টরি খোলা রেখেছি এবং আমরা যেভাবে ফ্যাক্টরিতে হ্যান্ডেল করেছি, আমার মতে আমি বলব আমাদের ফ্যাক্টরি গুলোতে করোনার ইফেক্ট অলমোস্ট জিরো। এবং ওয়ার্কারদের লেভেলে আমাদের মারা যাওয়ার কোন নিউজই নেই। আমাদের অনেক মালিক মারা গেছে অনেক সিনিয়র লেভেলের স্টাফরা যারা এডুকেটেড পারসন তারা মারা গেছে । আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ ছিলো এটা আমরা বেশ কিছু বলেছি করেছিলাম যে আমাদের ফ্যাক্টরি গুলোর ৮টা ৫টা যেমন ক্লায়েন্ট আমরা স্টাগার্ট

করবো। কারণ যেহেতু আমরা ফিল্ড লেভেলে কাজ করি আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হলো আমাদের ফ্যাক্টরিতে আমরা সবাই খুব ফিল্ড লেভেলে কাজ করি। মানে আমরা প্রতিদিন ফ্যাক্টরিতে যায়। কিভাবে ফ্যাক্টরি চলে এগুলো আমরা দেখি। সেজন্য আমরা দেখি যে কোন জায়গায় এটার ফ্যাক্টরি। একটা ফাস্ট ফ্লো যে আমরা টাইমিং টা যে সব কর্মীরা একসাথে আসে ফ্যাক্টরিতে। সেটাকে এভোয়েড করার জন্য আমরা টাইমিং টা চেঞ্জ করে দিয়েছি যে ৮টার জায়গায় ৭টা ৭:৩০টা ৮টা ৮ঃ৩০টা ৯টা এমনভাবে করেছি যেনো ট্যাগার হয়ে যায়। ঠিক লাঞ্চেও একইভাবে গেছে ছুটির সময়। আর আরেকটা জিনিস হলো আমাদের কর্মীদের মধ্যে একটা মেজরিটিকে আমরা আগে থেকে একটা মাস্ক করি। আমরা ডীডীজের জন্য না, ডাস্টের জন্য আমরা মাস্ক ব্যবহার করি। এটা কিন্তু আমাদের টার্গেটে হেল্প করেছে। এবং আমরা যেহেতু ফেব্রিক দিয়ে বানাই ইমিডিয়েটলি অ্যাডাপটিবিলিটিটা আছে আমাদের। আমরা মাস্ককে কিন্তু এক্সপার্ট ছিলাম না। আমরা মাস্ক এক্সপোর্টও কেমন করতাম না। কিন্তু আমরা এখন ওয়ান অফ দা বেস্ট মাস্ক ম্যানুফেকচারার হয়ে গিয়েছি। যেমন ইমিডিয়েটলি মাস্ক বানিয়ে অন্য কাউকে দেয়া এবং ওয়ার্কারদের প্রতিদিন মাস্ক থাকে। এবং আমরা যে জিনিসে আমাদের ফ্যাক্টরির মধ্যে হেলথ হাইজিনটা যেহেতু আমরা খুব বেশী মেইনটেইন করি ক্লিনেসটা মেইনটেইন করি এগুলোও আমাদেরকে প্রচুর হেল্প করেছে। আরেকটা বড় জিনিস করেছে যে আমাদের যে জন্য আমাদের জিনিসটা বলেছি যে আমাদের এমপ্লয়ীদের ফ্যাক্টরি লেভেলে বলছি আমাদের এমপ্লয়ীদের এইচ গ্রুপটা হলো এই টিম থেকে সার্টিফাইড। মোস্টলি ২০ থেকে ৩০ এর মধ্যে আমাদের এইচ গ্রুপ তারা কাছে থাকে হেঁটে আসে বাই-সাইকেলে আসে যার ফলে তারা কিন্তু সব সময় একটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ থাকে। মনামী এক্সপার্ট না এ ব্যাপারে হেলথ স্পেশালিস্ট না। বাট আমি দেখেছি তাদের মধ্যে রেসিং পাওয়ার অনেক বেশি এবং তাদের মধ্যে এই করোনাটা সম্পূর্ণ না। আমি এর সাথে একটা উদাহরণ দেই- কেন আমাকে কেউ যদি বলে ১০০% ফ্রিডে আমরা আমাদের ফিগার আছে। আমাদের কাছে ডাটা আছে টোটাল করে প্রতিদিন প্রতি ফ্যাক্টরির রিপোর্ট আমরা পায়। যে কয়জন টেস্ট হচ্ছে কতজন? আমরা তিনটা বিপিএল ল্যাব আমরা গিনে আমরা তিন জায়গায় দিয়েছি। একটা ছিলো একটা। আমি একটা উদাহরণ দেই চন্দ্রাতে আপনি জানেন যে ব্যারিস্টার রফিকুল সালাম যে উনার একটা জায়গা আছে উনি হসপিটাল করেছে ডায়াবেটিকস অ্যাসোসিয়েশনের। ওখানে আমরা একটা পিসিএল ল্যাব দিয়েছি। ওটা একটা কষ্ট তা তো জানেন। এবং ওখানে আমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হলো ওখানে যে টেস্ট হচ্ছে আমাদের যে কর্মীরা গেলে ওগুলো পয়সা দিয়ে দিচ্ছি। এবং ফ্যাক্টরির মালিকেরা দিচ্ছেন। আর কিন্তু যেটা কন্ডিশন হলো যে ১৬০০ নিচে যদি টেস্ট হয় ৩৫০০ টেস্ট মিনিমাম পাওয়া যায়। ১৬০০ নিচে টেস্ট হলে যতজন কম হবে ১ হাজার টাকা করে দিতে হবে। আমাদের এখন যেটা হয়েছে গত আমরা মেশিন দেয়ার পরে ১০ মাস হয়ে গেছে ৯ মাস হয়ে গেছে এবং দেখা গেছে গড়ে ২২৪ জনের বেশি হয় নাই আমাদের কিন্তু এখন আরো ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা দিতে হচ্ছে কনটেস্ট হবে। এটাতে আমরা খুব খুশি। যে তার মানে আমাদের ইনফেকশন রেট অনেক কম। এটার আমি একটা উদাহরণ দিলাম এই কারণে আপনাদের কম কিভাবে কারণ আমাদের তো এটা ফ্রি কারণ আমরা সব সময় ওখানে পাঠিয়ে

দিচ্ছি। তারপরেও যতটুক আমাদের টেস্ট হয়েছে তারমানে আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ। অনেক এডভান্টেজ। আর আমি ফিরে আসি বাজেট নিয়ে ট্যাক্স নিয়ে। আবারও আমি বলবো যে আমাদেরকে ইনভেস্টমেন্ট করার যেহেতু গত দেড় বছরে কোনো ইনভেস্টমেন্ট হয় নাই করোনার কারণে এবং খুব ক্লিয়ারলি আমাদের ব্যাংকগুলোতে তারুল্য আছে। এই সময় কিন্তু এই আনসার্টেন সময় কেউ ইনভেস্টমেন্ট করতে চাবে না। এবং সে সময় কিন্তু ইন্সেন্টিভ আকারে ইনভেস্টমেন্ট করলে আমরা যদি ইনভেস্টমেন্ট করাতে পারি তাহলে কিন্তু এম্প্লয়মেন্ট হবে। এবং গভমেন্ট আলটিমেটলি রেভিনিউ পাবে। সেজন্য আমি বারবার বলবো যে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার এবং সেই ধরনের আর যেটা হলো আমাদের যে রুয়েটেরটিক সেলফ ডিফেন্স করার জন্য। সেটা কাস্টম থেকে শুরু করে বন্ড থেকে শুরু করে পোর্টে সবগুলো এলাকায় দেখে ব্যাংকের লোন নেয়া থেকে শুরু করে যত সিম্প্লিফায় করা যায়, কত কিন্তু ইনকারেজ করা যাবে আমাদের ইন্ট্রুপমেনারদেরকে এবং তারা ইনভেস্টমেন্ট করবে। জিল্লুর রহমানঃ ড. তিতুমীর আমি একটু বিশেষভাবে শুনতে চাইবো যে এই কোভিড কালে স্টার ফারুকের কথার সূত্র ধরে কিছু বলার থাকলে বলবেন। এই সময়টা আসলে কিভাবে কোভিডকে বাজেটে অ্যাট্রাস করা উচিত?

ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরঃ আমি ওনার সাথে একমত। অবশ্যই আমাদের যদি লক্ষ্য হয় কর্মসংস্থান ধরে রাখা এবং নতুন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের পূর্ণবৃদ্ধি করা। তাহলে যদি তারা দাবি করে মজুরি ভর্তুকি দিতে হবে তাহলে সেটাও বিবেচ্য বিষয় থাকে। এবং সেটা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ মানুষের হাতে টাকা গেলে চাহিদা বাড়বে আর চাহিদা বাড়লে উৎপাদনে চাকা ঘুরবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের সরকার সেই কাজটি করেন নি। যেমন রাজস্ব নীতির মাধ্যমে পড়ে নেই আবার মুদ্রানীতির মাধ্যমেও করেননি। যার ফলে আমাদের লক্ষ্য ছিল শতাংশ তারল্য যাবে সেটি এখন ৮% এর কাছাকাছি আছে। তাহলে হচ্ছে রাজস্ব নীতি এবং মুদ্রানীতির ব্যবহারের মাধ্যমে যে পুনরাদ্ধার সেটা হয়নি। তাহলে আমরা চাচ্ছি যে সেই টাকাটা কেন যায়নি এবং কি সংস্কার উনি নেবেন যার মাধ্যমে একদিকে কর্মসংস্থান তৈরি হবে বিনিয়োগ তৈরির মাধ্যমে। এর সাথে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে স্বাস্থ্য খাতের কি অবস্থা শিক্ষাখাতের কি অবস্থা। কারণ শ্রমিকের উচ্চ শিক্ষা খাত। তাহলে উৎসভূমির কি অবস্থা? ১ বছর গেছে আমি মানসিক বিশেষজ্ঞ নই কিন্তু যেহেতু আপনার আমার সন্তান আছে সেগুলো যদি ভুলেও যান এবং খুব খটমটে হিসাব করেন অর্থাৎ আমাদের অর্থনীতির কতটুকু উৎপাদনশীলতা পেল এক বছর আমরা শ্রমিককে আনলাম না কারণ বিশ্ববিদ্যালয় যিনি আছেন তার জীবন থেকে এক বছর চলে গেল। যিনি কারিগরি স্কুলে আছেন তার জীবন থেকে এক বছর চলে গেছে। তাহলে এটা কে সামলাতে হবে কিভাবে? কোথাও কিন্তু সেই আলোচনা টা হচ্ছে না। এবং তার সাথে আরেকটা আলোচনা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত বেকার বেশি। যুব এ কার সবথেকে বেশি তার মধ্যে শিক্ষিত বেকার সব

থেকে বেশি। আবার অন্যদিকে আমাদের ব্যবস্থাপক আমদানি করতে হয়। কারণ হচ্ছে যে দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় বা কারিগরি প্রতিষ্ঠান গুলো দিচ্ছে সেটা কিন্তু উৎপাদন ক্লিনি করছেন তার চাহিদার সাথে মিলছে না। তারমানে অনে গ্রাজুয়েট হচ্ছে কিন্তু তিনি চাকরি পাচ্ছে না। তাহলে তার চিন্তা কি? কিভাবে মানবসম্পদকে দক্ষ মানবসম্পদে তৈরি করবেন? সেটা নিয়েও কোনো আলোচনা নাই। তাহলে সে ক্ষেত্রে কর ব্যবস্থার কি হবে? সে ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার কি হবে সেটা নিয়ে কোন আলোচনা এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। এটা অ্যাসোসিয়েশন গুলোর বিশেষভাবে বলা দরকার কারণ তারাই ভুক্তভোগী। কারণ তারা দক্ষ লোক পাচ্ছেন না। এবার কোভিডকালে ব্যবস্থাপনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা গেছে মালিককেও ২৪ ঘন্টা কাজ করতে হয়েছে কারন ওনাকে যারা সহায়তা করতো সেই লোক নাই। হোম ওয়ে ফ্রম ওয়াডপ্রেসে কতটুকু করা যায় সেটাও একটা ব্যাপার আছে । যার ফলে অনেক বড় কর্পোরেট প্রধান বলছেন যে এটাও সাসটেইনেবল সলিউশন না। তাহলে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। খেয়াল করে দেখা যাবে পৃথিবীর সব সিনিয়ররা দুটো বিসয় নিয়ে বলছেন। একটা বিষয় হচ্ছে তারা কিভাবে সমাজকে দেবেন? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কিভাবে ইউনিভার্সিটিতে বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে আর্ট অফ গিভিং দেয়া যায় যার ফলে তাদের উদ্যোগে গবেষণাগুলো হবে। এটা একটা উদ্যোগ। সরকার দাবি করতে পারে যে এরকম যদি দেওয়া হয় তাহলে কর রেয়ার দিতে হবে। যেটা পৃথিবীর সব জায়গায় দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যখাতের দিকে তাকালে বলা হয়েছে বাজেট বাড়ছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে কি নাজুক অবস্থা। কিন্তু এখানে তিনটা বিষয় তারা আমাদের থেকে ভালো বলতে পারবেন কারণ তাদের কর্মসূত্রে বিদেশ যেতে হয়। তাহলে প্রথম দরকার একটা প্রাথমিক চিকিৎসক। তারপরে রেফারেল সিস্টেম অর্থাৎ জ্বর হলে প্রফেসরের কাছে যাওয়ার দরকার নাই। যার ফলে ওনার উৎপাদনশীলতা নষ্ট হচ্ছে এ কারণে জ্বরের রোগী দেখছে। অর্থাৎ আমরা জানি না কার কি অবস্থা। তাহলে আমাদের যদি জাতীয় জনসংখ্যা তথ্যভান্ডারটা থাকতো তাহলে আমরা যেকোন প্রণোদনা দিতে পারতাম। তার সাথে সাথে আমরা রেফারেল সিস্টেম করতে পারতাম সর্বজনীন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের দিকে। তারপরে তার শিক্ষার অবস্থা তিনি সরকার থেকে টাকা নিচ্ছেন সেটার আসলে তিনি যোগ্য কিনা? তার মানে হচ্ছে আমরা একটা বড় রকমের সংস্কার দেখতে চাই। এবং একটা মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। যে শিক্ষাখাতে দক্ষতা কিভাবে বাড়ানো হবে যেহেতু আমরা সামনের দিকে যেতে চাই এ প্রযুক্তিগুলো বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে। কতদিন আমদানি করে প্রযুক্তি দিয়ে কাটবেন এখানে সরি কথা বলা হচ্ছে। সব জায়গায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সেবার উপর নির্ভর করে সব কিছুর দাম বেড়ে গেছে। ফ্রেটের কথা বলা হলো সবগুলোর বৈষম্য বেড়ে গেছে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্বাস্থ্যের কিভাবে সর্বজনীন স্বাস্থ্য করছেন। আমরা হিসাব করে দেখেছি সর্বজনীন হিসেব এই কাজগুলো যদি আপনার করতে চান তাহলে জিডিপির ১৩% লাগবে। অন্যান্য দেশে এটা ১৬-২০% আছে। এটা সঠিক কথা দে কর পাবেন কোথায় আগে টাকা উপার্জন করতে হবে তারপরে কর পাওয়া যাবে। বিনিয়োগ করতে গেলে আপনার উপার্জন করতে হয়। তাহলে এটা একটা সুস্থ চক্র। তাহলে সুস্থ চোখের দিকে যেতে হবে। এর সাথে আরেকটি বিষয় হচ্ছে, মাঝেমধ্যে মনে হয় যারা রাজনীতি করেন তারা খুব হতাশ গ্রস্থ। কারণ

আমাদের এরকম ফরেন রিজার্ভটা আসে। তাহলে আমরা কিভাবে ব্যবহার করবো। আবার আমরা চাইছে দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা নেতৃত্বকারী দেশ হবো। কারণ আমাদের বঙ্গোপসাগর আছে। তাহলে তারা কেন করছেন না এবং আমি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দেখছি যে বাংলাদেশ শ্রীলংকাকে টাকা দিয়েছে এটিতে অ্যাডহক কেন হবে? আমরা কেন এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক করছি না। কারন আমার টাকা আছে এবং সেটা সিকিওর। এটা সব্রেন্ট গ্যারান্টি। কারণ সব্রেন্ট গ্যারান্টিটে একটা ফেল করলে আপনি কোথাও আর টাকা পাবেন না আইএমএফ ও টাকা দিতে পারবেন না ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও টাকা দিতে পারবে না কেউ দিতে পারবে না। তাহলে সেটা কেন করেন নাই? কারন বাংলাদেশ ব্যাংক তার নেট ফরেন অ্যাসেট নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে। এখানে নতুন কিছু বলা হচ্ছে না যেটা তার অভিজ্ঞতা নেই। তাহলে কেন করা হচ্ছে না? যদি আমরা দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দিতে চাই। দ্বিতীয়ত কেন করছি না সেটা হচ্ছে সব্রেন্ট ফান্ট। কারণ সব্রেন্ট ফান্ট যদি আমরা দুটো করি তাহলে দুটো থেকে যে আয় হবে। সেই আয় সারা জীবন সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বজায় রাখতে পারবেন। ট্যাক্সের টাকা দিয়ে ক্যাপিটাল এক্সপেন্টেচারে গেলে এই টাকা দিয়ে আপনি রেভিনিউ এক্সপেন্টেচার করতে পারবেন। এবং ব্যাংকরাও ইন্টারেস্ট হবে বন্ড কেনার ক্ষেত্রে। কারণ এটা সিকিওর। তাহলে এই যে চিন্তাটা আমরা সামনের দিকে নেতৃত্ব দেব। উদাহরণ হচ্ছে নরওয়ে। পৃথিবী পেনশন নিয়ে চিন্তিত। কিন্তু নরওয়ে কোন চিন্তা নেই কারণ তারা তেল পেয়েছিল সেই তেল দিয়ে সব্রেন্ট ফান্ট করছিলো সেটা থেকে সেজে ইন্টারেস্ট পাই তা সব রাষ্ট্রের থেকে ঢিলা-ঢালা করে ব্যয় করেও টাকা থেকে যায়। তাহলে যে টাকাগুলো নিয়ে আসা হয় গ্যারান্টেড তাহলে বলা যাবে না যে এই প্রকল্পে বা অমক ব্যবসায়ীকে দেন। যেখানে আপনার ঝুঁকি আছে বা সব্রেন্ট গ্যারান্টি আছে। তাহলে যদি বলা হয় যে আমরা অগ্রগতির বাংলাদেশ দেখতে চাই তাহলে কেন এটা করা হচ্ছে না। তাহলে যদি দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দিতে চাওয়া হয় তাহলে অন্যতম বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে তার অগ্রগতিতে কিভাবে সহায়তা করা হচ্ছে?

ফারুক হাসানঃ আমি যেটা মেডিকেশনের ব্যাপারে বলবো। আমাদের ওয়ার্কপ্লেসে ৬০-৬৫% হলো মহিলা। আর এতদিন কিন্তু নতুন ওয়ার্কফোর্স তৈরি করে এসেছি। যাদের দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি নয়। কিংবা তাদের অন্য কোনো জায়গায় কাজ করবার সুযোগ ছিলো না। তারা পড়াশোনা করতে পারে নাই তাদেরকে আমরা ওয়ার্কফোর্সে নিয়ে আসছি। খুশির খবর হলো তাদের ছেলেমেয়েরা এখন ভালো পড়াশোনা করছে। এবং তারা কেউ ডাক্তার হচ্ছে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন এই রাষ্ট্রের শুরু করি তখন আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজন হয় যেটা এই এডুকেশন সিস্টেমের টেকনিক্যাল এডুকেশন এর পার্সেন্টেজ এত কম ছিলো আমাদের সমাজ ব্যবস্থারও এটা সমস্যা ছিলো। কেউ মেকানিক শুনতে পছন্দ করে না এমবিএ হলে বা মাস্টার ডিগ্রী হোল্ডার হলে তার মনে হয় ভালো বিয়ে হবে। এর জন্য মেকানিক বা টেকনিশিয়ান এটা পছন্দ করতো না। এই সিস্টেমে আমরা অনেক

লোক ট্রেনিং সেন্টার করেছি। আমরা একটা বিইউএফটি ইউনিভার্সিটি সেখানে আমাদের প্রায় ৬ ছয় হাজার স্টুডেন্ট আছে। আবার এখান থেকে কিন্তু আমাদের যারা মার্চেন্ট নাইজার থেকে শুরু করে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে রেখেছে এবং পুরো কারিকুলামই ইন্ডাস্ট্রি ড্রাইভেন ওয়ার্কপ্লেস ড্রাইভেন যেগুলার জব নিডেড সেই বেজটাকে কারিকুলাম করেছি। এবং কারিকুলাম এর মাধ্যমে আমাদের সে প্রসেসটা হচ্ছে। আমাদের যে জিনিসটা আমরা আর একটা বড় সুবিধা তৈরি করেছি যে আমাদের এখানে এডুকেশন বা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা রিসেন্টলি সেন্টার অফ এক্সেলেন্টের একটা ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব নিয়েছি। সেন্টার অফ ইনোভেশন সেন্টার অফ এক্সেলেন্টেসি এটা আগামী তিন মাসের মধ্যে চালু করা হচ্ছে। এখানে আমাদের ইনোভেশনের প্রোডাক্টের ড্রাইভারসাফিকেশনের জন্য প্রডাক্টিভিটি বাড়ানো দরকার। অলরেডি মেশিনারি আপগ্রেডেশন করেছি। টেকনোলজি আপগ্রেডেশন প্রসেস আপগ্রেডেশন আগে একটা কর্মীর কায়িক পরিশ্রম করতে হতো কিন্তু এখন সেটা করতে হয় না। কারণ এখন আপডেটেড মেশিন গুলো নিয়ে আসা হয়েছে যেগুলোতে তাড়াতাড়ি করতে পারে। এখন তাদের আমরা এফিশিয়েন্সি বাড়াচ্ছি কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়? এবং সেই কাজগুলোতে আমাদের প্রোডাক্ট ড্রাইভারসাফিকেশনে যাচ্ছে। একটা জিনিস বা একটা প্রোডাক্ট এর উপর একটা দেশের ডিপেন্ডেড থাকা উচিত না। কিন্তু আমরা গার্মেন্টস বা টেক্সটাইলে একটা সার্কেল এরিয়াতে কাজ করছি। কিন্তু আমাদের মার্কেট ওয়ার্ল্ডে সেকেন্ড লার্জেস্ট। কিন্তু মার্কেট শেয়ার ৭% এরও নিচে এখন ৬.৮৩%। চায়না এটাতে ৩৯% এ চলে গেছে ২০১৪ সালে। কিন্তু কমতে কমতে তারা এখন ৩০ এ চলে আসছে । আমি মনে করি আমাদের একটা বড় সুযোগ আছে সেই মার্কেট শেয়ারটা বানানোর। উইথ ইন টেক্সটাইল উইথ ইন অ্যাপরোল আমরা পাঁচটা মেজর প্রোডাক্ট বেশি করি। এবং এগুলোকে আমরা ইনোভেশন ডিজাইনিং স্টুডিওতে কাজ করছি এবং স্কিল বাড়ানোর কাজ করছি। আগে কটন গার্মেন্টস এর চাহিদা বেশি ছিল কিন্তু এখন ননকটন গার্মেন্টসের মার্কেট শেয়ার এক্সপান্ড করবে। এবং এটার কারণে আমরা গত কয়েক বছর ধরে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট করেছি। টেকনোলজির আপগ্রেড করেছি এখন মার্কেটে ধরার সময়। এই কোভিডে আমরা একটু পিছিয়ে গেছি কিন্তু গত কয়েক বছরে আমরা যে সেফটিতে মার্কেটপ্লেসে কাজ করেছি এবং টেকনোলজি আপডেটস এ যে কাজগুলো করেছি আমার মনে হয় এটা অনেক বড় সুযোগ যে আমরা আগামীতে এক্সপোর্ট বাড়াতে পারবো। ৬.৮৩ আমাদের যে মার্কেট আছে এটা আমরা বাড়াতে পারব। আমাদের যে চ্যানেলগুলো আছে সেটা আমরা অপরচুনিটিতে কনভার্ট করে এগিয়ে যেতে পারবো। গভমেন্ট যে ইনিশিয়েটিভ গুলো আছে সেগুলোতে ডাইরেক্ট ট্যাক্স এর কথা না চিন্তা করে আমাদেরকে ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ এবং আগামী কয়েকটা মাস ওয়ার্কার দের বেতন এবং আমাদের স্যালারি ব্যাংকিং ফ্যাসিলিটিটা দেওয়া হোক। মজুরি ভর্তুকি আমরা বলছি না। আমরা যেটা চাচ্ছি শ্রমিকদের বেতন টা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য শ্রমিকদের যদি রেশন কার্ডের মাধ্যমে দুইটা আইটেম দেয়া যায় যেমন চাল ডাল যারা দূরে থাকে তাদের জন্য যদি বিআরটিসি বাসগুলোর ব্যবস্থা করা যায়। তাহলে সেটা একটা বড় ব্যবস্থা হবে। আমরা দুইটা বড় হসপিটাল করেছি এবং ১৬ টা হেলথ সেন্টার আছে। সেটার মাধ্যমে আমরা ফ্রি সার্ভিস দিয়ে থাকি। আমি গভমেন্ট কে বলবো যেহেতু এখানে

মহিলারা বেশি তাই হেলথ প্রায়রোটি বেসেসে যদি তাদের হেলথ সার্ভিসটা দেওয়া যায় হেলথ এর জন্য কার্ডের মাধ্যমে যদি তাদের রেশন ন্যায্যমূল্যে দেওয়া যায় এবং প্রতি বছর যদি হাউজিংয়ের কিছু ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু যে অবস্থা তাতে ফ্যাক্টরি আশেপাশে জমি কিনে বাড়ি করা প্রায় অসম্ভব তারপরও কিছু কিছু করছে। গভমেন্টের অনেক খাস জমি আছে সেটা নিয়ে যদি সরকার প্রতিবছর কিছু কিছু হাউজিংয়ের ব্যবস্থা করে প্রতিবছর যদি কিছু কিছু করে করা যায় একদিকে প্রাইভেট সেক্টর একদিকে সরকার যদি করে তাহলে দুইটা মিলে আমরা শ্রমিকদের স্বার্থ দেখতে পারব আজ কম্পিটিটিভ থাকতে পারবো। আমাদের পোশাক শিল্পে একটা ব্যাপার হলো আমরা পোশাক পরি এটা দুইটা কোর থাকে। যদি কটনলেস গার্মেন্টসে তুলা লাগে তাহলে তুলা আমাদের দেশে ১% হয়। কিন্তু এটা খুব বেশি হলে ৫% নেওয়া যাবে এর বেশি না। আমাদের জমি কম আমাদের পপুলেশন যে পরিমান আছে তাতে ফুড গ্রিন করতে হবে তুলা প্রোডাকশন করা ইজ নট হাওয়ার প্রায়োরিটি। আরেকটা কথা নন কটন যেগুলো আছে ম্যাগনেট ফাইবার সেটাও আমাদের নাই সেখানে আসলে আমাদের কম্পিটিটর থাকতে হবে কম্পিটিটর থাকার জন্য আমাদের এই অ্যাডভান্টেজ। আমরা মনে করি গভমেন্টের অনেক ট্রেনিং সেন্টার আছে তার মধ্যে অনেকগুলো বসে আছে কাজ হচ্ছে না সেগুলো আমরা নিতে রাজি আছি। আরেকটা জিনিস আমরা গভমেন্টের ভালো ক্যাপাচিটি বিল করেছি। এটা কি আমাদের ইউটিলাইজ করা। তারপরেও আমাদের কোভিড এর কারণে বেশকিছু ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের ক্যাপিটাল আছে তাদের সব থেকে বড় ব্যাপার হল ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের সে নলেজটা আছে। এই বাজেটে ফ্যাক্টরিগুলো চালু করার সুযোগ রাখা হয় তাহলে যারা এনট্রিপিনর তারা অনেক কষ্ট করে এনট্রিপিনর হয়েছে। যাদের আছে তাদের যদি আমরা নিয়ে আসি এবং যারা বসে আছে তাদের স্ত্রীদের রাস্তার যদি করে দেই তাহলে ব্যাংকে এই লোন গুলো আমরা কাজে লাগাতে পারবো।

জিল্লুর রহমানঃ ড. তিতুমীর আমরা শেষের দিকে।

ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরঃ আমরা আসলে যে আলোচনাটা করলাম সেটা একটা বড় লাগে একটা কেস স্টাডি শুনলাম। সেটা আমাদের সহায়তা করবে পুরো সামাজিক পরিস্থিতি বজায় রাখতে। আমরা নতুনভাবে দেখছি চেয়ে সামাজিক দায়িত্ব বেড়ে গেছে এবং শহরের দারিদ্র বেড়ে গেছে। তাহলে আমার একটা অংশ থাকবে যে কিভাবে ত্রাণ এবং পুনর্বাসন এর মাধ্যমে তাকে কিভাবে আবার কর্ম উপযোগী করে তোলা যায়। নতুন বিনিয়োগ আবার বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে নতুন পুনরুদ্ধার করবেন। তাহলে হচ্ছে যে রিকভারি এবং রিকনস্ট্রাকশন পরেরটার জন্য একটা মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা রাখবে। তাহলে আমাকে দেখতে হবে যে কেন আগে রাজস্ব নীতি এবং মুদ্রানীতি কাজ করে নাই। তাহলে না কাজ করার ফলে

আমাদের যে অনুমতিগুলো ছিলো সেগুলো কাজ করেনি তাহলে নতুন কি ব্যবস্থা ছিলো সেটা প্রথম ধাপ। আরেকটা হলো আমরা একটা কে সেপের মতো দেখছি। অর্থাৎ যিনি সম্পদশালী ছিলেন তিনি ক্রমাগত সম্পদশালী হচ্ছেন যেমন আমরা শুধু হেডলাইন মানুষদেরকে চিনি। যেমন আমরা দেখছি যে কে বাহুর একটা অংশ উপরের দিকে যাচ্ছে আর একটা অংশ নিচের দিকে যাচ্ছে। আর নিচের দিকে বাহুটা চলে যাওয়ার ফলে ফারাকটা বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা একটা বৈষম্যমূলক এর পথে আছি। তাহলে দেশের সাথে দেশের যে বৈষম্য সেটা কিভাবে মোকাবেলা করবো। দেশের ভেতরের বৈষম্যকে কিভাবে মোকাবেলা করবো? তাহলে আমরা মোটাদাগে পাঁচটা কথা বলতে পারি। প্রথম আছে যে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে এটা সর্বজনীন। দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের বিধিগত কায়দায় স্বাস্থ্য কিভাবে গড়ে তোলা যায়, তৃতীয় হচ্ছে যে শিক্ষার যে কাজ দক্ষতা তৈরি করা দ্বিতীয় কাজ উদ্ভাবন করা এবং তৃতীয় কাজ নাগরিকত্ব তৈরি করা। চতুর্থ হলো নতুন পণ্য নতুন বাজার যারা নিচে আছেন অর্থাৎ কৃষক কিছু কিছু শহর কেন্দ্রিক তাইলে বাংলাদেশ টাকি নদীমাতৃক দেশ তাহলে নদীর মতো করে আমরা উৎপাদনের নেটওয়ার্ক কিভাবে গড়ে তুলতে চাই সেই ভাবে। আমরা অগ্রগতির বাংলাদেশ দেখতে চাই যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্ব দেবে এবং পৃথিবীতেও সগৌরবে থাকবে। সেক্ষেত্রে আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিভাবে ঢেলে সাজাচ্ছে যেমন আমরা নতুন কিছু আইডিয়া বলেছি নতুন আইডিয়া আমরা কিভাবে দিবো।

ফারুক হাসানঃ আমাদের গার্মেন্টসের যে বিষয়টা দেখবেন আমরা এক্সপোর্ট ব্যবসা সাথে এসব গুলো তো ব্যাংকের সাথে আসে। সুতরাং আমাদের যে রেভিনিউ আসে এটা ফাঁকি দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। টেক্স কম করেও আমরা যে রেভিনিউ বাড়াবো গভমেন্ট অটোমেটিক ট্যাক্স পাবে। সুতরাং ট্যাক্স রেট না বাড়িয়ে আমাদেরকে আরো বেশী সুযোগ করে দেওয়া দরকার যে আমরা আরো বেশি ব্যবসা আনতে পারি। এই ট্যাক্স নেট বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা সবসময় বলে এসেছি। আর গার্মেন্টসের একটা বড় ব্যাপার হল যে একদিকে ইকোনমিক কন্ট্রিবিউশন আর অন্যদিকে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন। সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন একটা মেসিব কন্ট্রিবিউশন। যতগুলো সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন আছে এরা গার্মেন্টস এর সাথেই ইমপ্রুভ করেছে। আগামীতে আমাদের কম্পিউটার কান্ট্রি গুলোতে কিন্তু ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য দেশের সাথে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশনগুলো এতো ভালো করার কারণ আমাদের এই পোশাক শিল্প।

জিল্লুর রহমানঃ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনি লিখতে পারেন আর ডাকে ইমেইল এসএমএসের মাধ্যমে এবং আমাদের অফিশিয়াল যেসব পেজ রয়েছে সেখানে আপনারা আপনাদের মতামত লিখতে পারেন। আর আপনারা আপনাদের মতামত এবং অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনারা দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার রাত ২ঃ০০

টায় সোমবার সকাল ১১ঃ৩০ টায় এবং শুক্রবার দুপুর ৩ঃ০০ টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইলো। তৃতীয় মাত্রার এই পর্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি আপনি দেখতে পারেন। ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে। এবং আইএসটি থেকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি আপনি ইনস্টল করে নিতে পারেন। এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যাদি জানার জন্য ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এবং মিস্টার ফারুখ হাসান অসংখ্য ধন্যবাদ। এই আলোচনার জন্য। তসর একজন ব্যবসায়ী নেতা এবং একজন অর্থনীতিবিদ কথা বলছিলেন ব্যবসায়ীকে কেন্দ্র করে। এবং এই বাজেটের আলোচনায় বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যবস্থা তুলে এসেছে। অর্থাৎ যে ব্যবসায়ী নেতা এখানে ছিলেন তিনি যে ব্যবসার সাথে জড়িত পোশাকশিল্পের কথা এখানে অনেক বেশি আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ দুজনেই বলছেন যে এই প্যানডেমিক এর প্রতিবারই মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিত্রটা মোটামুটি ভাবে ভালো। ভালো এই অর্থে যে বাংলাদেশ অর্থের প্রাচুর্য আছে ব্যাংকের তারল্য আছে। যদিও ব্যাংকে বিশৃঙ্খলা আছে রাজস্ব কাঠামোতে একটা বড় পরিবর্তনের কথা দুজনেই বলেছেন। এবং ডিরেক্ট টেক্স এর কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে বলেছেন। ট্যাক্সের রেট কমিয়ে ফেলার কথা বলেছেন। রপ্তানি শিল্পীর সাথে যারা জড়িত সেখান থেকেও ট্যাক্স কমিয়ে খেলার কথা দুজনেই বলেছেন। এবং অর্থের তারল্যের কথা যখন ওনার বলছিলেন বলছেন যে উদ্যোক্তা যাতে মানুষের হাতে পৌছাইছে দিকটাতে লক্ষ্য করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী আছে সেটার প্রাতিষ্ঠানিকতা দরকার। এবং অর্থ আসলে কার কাছে যাচ্ছে কিভাবে যাচ্ছে সেটা যাচ্ছে কিনা এটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। এবং এর জন্য একটা পথনকশা দরকার যে জন্য এটা গেল না গত এক বছরেরও বেশি সময়। এবং কিভাবে অর্থ যেতে পারে সেই নিশ্চিত করা দরকার। বৈষম্যের কথা বারবার আলোচনা মধ্যে এসেছে এবং আমাদের মুক্তিজুদ্ধের যে অঙ্গীকার প্রধানতম অঙ্গীকার ছিল যে আমরা বৈষম্য বিলোপ করব। কিন্তু আসলে বৈষম্য ক্রমশ বাংলাদেশের বেড়ে চলেছে। সেটা আঞ্চলিক নারী-পুরুষ ধনী-গরিবের বৈষম্য। সেটা কমিয়ে আনতে হবে। এবং এখানে ইনভেস্টমেন্ট হয়নি অর্থ আছে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে না এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাংলাদেশে ক্রমশ বাড়ছে সে দিকে লক্ষ্য দিতে হবে। ড. তিতুমীর বলছিলেন যে তৈরি পোশাকের খাতে মজুরি ভর্তুকি দেয়া এই জাতীয় খাদ্যকে মজুরি ভর্তুকি দেয়া যেতে পারে। ফারুখ হাসান বলছেন যে মজুরি ভর্তুকি তারা চান না যে জায়গায় নজর দেয়া দরকার যেমন রেশনের ব্যাপারটা বাংলাদেশের ছিল সেটা চালু করা দরকার। ট্রান্সপোর্ট এর ব্যবস্থা করা দরকার শ্রমিকদের জন্য হাউজিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারে সরকার। এবং স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার। এবং বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পের অনেক সম্ভাবনার কথা আমরা সোনা সে সম্ভাবনায় মনোযোগ দেওয়া দরকার। সবথেকে বড় দরকার যেটা সেটা হচ্ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। গতবছর অর্থমন্ত্রী বলছিলেন যে বরাদ্দ দিয়ে লাভ নেই কারণ তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে না। দর্শক আমাদের সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে শুভকামনা।